দৈনিক সংবাদ

২৩২

FEB. 29 2000

তারিখ ... FEB 29 2000 ..
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১ .....

এসএসসি'র নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা ও কতিপয় জি

সচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী

দেশব্যাপী এস,এস,সি পরীক্ষা অত্যা-সন্ন। গত কয়েক বছর ধরে এস,এস,সি পরীক্ষায় বাংলা-ইংরেজিসহ অধিকাংশ বিষয়ে ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তাতে কম্পিউটার শিটে ছাত্রছাত্রীদের সঠিক উত্তরটি বেছে একটি প্রশ্নের মাত্র উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট বৃত্তটি পূরণ করতে হয়। বাংলা দ্বিতীয় পত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা বিদ্যমান। গত কয়েক বছর যাবৎই লক্ষ্য করে আসছি যে, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নেপত্রে বেশকিছু ভুল ও সমস্যা থাকে যা ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে সমাধান করা দুরূহ। শিক্ষকবৃন্দের পক্ষেও সম্ভব হবে না। নিম্নে সমস্যাগুলো আলোচনার প্রয়াস পাবো।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রথম শ্রেণী হতে দ্বাদশ শ্রেণীর সকল বিষয়ের পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকলেও সকল শ্রেণীর বাংলা ব্যাংকরণ ও দ্বিতীয় পত্রের অন্যান্য অংশের বই প্রকাশ করেননি। নবম-দশম শ্রেণীর জন্য বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, রচনা ও সম্পাদনায় শহীদ মুনীর চৌধুরী, শহীদ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মরহুম ইব্রাহীম খলিল, ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদ ও শিব প্রসন্ন লাহিড়ি পরিমার্জিত বইটি বাজারে চালু থাকলেও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠ্য কোন ব্যাকরণ ও রচনা শৈলী, অজিত কুমার গুহ ও ডঃ আনিসুজ্জামান-এর নতুন বাংলা রচনা, হরলাল রায়ের উচ্চতর ব্যাকরণ ও ভাষা, প্রফেসর মাহবুবুল আলমের ভাষা সৌরভ ব্যাকরণ ও রচনাসহ আরো কয়েকটি ব্যাকরণ বই বাজারে প্রচলিত। ডঃ মুহঃ শহীদুল্লাহ ও ডঃ এনামুল হকের ব্যাকরণ বই দু'টি নির্ভরযোগ্য হলেও তা একান্তই দুষ্প্রাপ্য।

বাজারে সহজপ্রাপ্য ব্যাকরণগুলো বোর্ড অনুমোদিত না হলেও নিষিদ্ধ নয়। ছাত্রছাত্রীরা হাতের কাছে সংগৃহীত বইগুলোই অনুসরণ করে। শিক্ষকবৃন্দের শ্রেণীবক্তৃতা যথাযথ ধারণ করা সকল ছাত্রছাত্রীর পক্ষে সম্ভব হয় না। তাছাড়া শিক্ষকবৃন্দের কেউ না কেউ আলোচিত বইগুলোর কোন না কোনটিরই অনুসারী।

আলোচিত বইগুলোতে ব্যাকরণ অংশে প্রকৃতি, প্রত্যয়, সন্ধি, সমাজ ও কারকাদিতে বেশকিছু মতভেদ তথা একই প্রত্যয় বা সমাসের একাধিক বা ভিন্নতর সমাধান রয়েছে। আবার একই বইয়ে একটি মাত্র প্রত্যয় বা সমাসের একাধিক সমাধান রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা এ সমস্ত বই পাঠ করে যা শিখেছে তা রচনামূলক অংশে হয়তো বর্ণনা করতে পারবে, কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় সে সুযোগ নাই। তদুপরি গত কয়েক বছরের নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রশ্নে এবং প্রশ্নের আলোকে রচিত টেস্ট পেপারেও রয়েছে একই ধরনের সমস্যা।

যেমন ১৯৯৯ সালের যশোর বোর্ডের বাংলা দ্বিতীয়পত্রের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে ছিল ঃ

কোন্‌টি অলুক বহুব্রীহি?

(ক) গায়ে হলুদ (খ) হাতে খড়ি

(গ) মায়ে ঝিয়ে (ঘ) তেলে ভাজা।

এখন শহীদ মুনীর চৌধুরী, শহীদ মোফাজ্জাল হায়দার চৌধুরী, ইব্রাহীম খলিল, ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদ রচিত এবং শিবপ্রসন্ন লাহিড়ি সম্পাদিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণে অলুক বহুব্রীহির উদাহরণ দিয়েছেন ঃ মাথায় পাগড়ি, গলায় গামছা, হাতে খড়ি, কানে কলম, হাতে বেড়ি ইত্যাদি। সেদিক থেকে এখানে সঠিক উত্তর হবে 'হাতে খড়ি'। কিন্তু অজিত গুহ ও ডঃ আনিসুজ্জামানের নতুন বাংলা রচনায় লেখা হয়েছে ঃ 'হাতে খড়ি' এবং 'গায়ে হলুদ' অলুক বহুব্রীহি। শহীদ মুনীর চৌধুরীর বইটিতে 'গায়ে হলুদ' আর 'হাতে খড়ি' মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি। ডঃ কামরুল আহসান ও হরলাল রায়ও লিখেছিলেন ঃ 'গায়ে হলুদ' এবং 'হাতে খড়ি' অলুক বহুব্রীহি। কিন্তু ঢাকা বোর্ডের প্রধান পরীক্ষকবৃন্দ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে—বহুব্রীহি ডঃ শাহজাহান মনির লিখিয়াছেন ঃ গায়ে গলুদ- তৎপুরুষ এবং গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে – বহুব্রীহি, হতি খড়িও তাই।

তা হলে আলোচ্য নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার (ক) এবং (খ) দুটি অলুক বহুব্রীহি দাঁড়াল। অথচ প্রফেসর মাহবুবুল আলম লিখেছেন এ দু'টি অন্ত্যপদলোপী বহুব্রীহি।

এভাবে ঘরজামাই কোন্ সমাসের উত্তরে ঃ

(শ্বশুরের)- ঘরে আশ্রিত যে জামাই-মধ্যপদলোপী কর্মধারয়-মুনীর চৌধুরী।

ঘরে পালিত জামাই-মধ্যপদলোপী কর্মধারয় – অজিত গুহ ও ডঃ আনিসুজ্জামান

ঘরে পালিত জামাই-মধ্যপদলোপী কর্মধারয় – ডঃ শাহজাহান মুনির এবং প্রফেসর মাহবুবুল আলম।

ঘরে থাকে যে জামাই-মধ্যপদলোপী কর্মধারয় – ডঃ কামরুল আহসান।

ঘরে পোষা জামাই-মধ্যপদলোপী কর্মধারায়-ডঃ আহসান লিখেও ডঃ কামরুল আহসান ইহাকে জামাই-ষষ্ঠী তৎপুরুষ হিসেবেও দেখাচ্ছেন।

ঃ 'হাসমুখী'

হাঁসচিহ্নিত মার্কা -মধ্যপদলোপী কর্মধারায়-অজিত গুহ ও ডঃ আনিসুজ্জামান , এবং হাঁস মার্কা যাহার-বহুব্রীহি লিখিয়াছেন-মুনীর চৌধুরী প্রমুখ।

আবার 'ছা-পোষা'=

ছা পোষা যার-বহুব্রীহি-ডঃ কামরুল আহসান।

ছা পোষে যে-উপপদ তৎপরুরুষ-অজিত কুমার গুহ ও ডঃ আনিসুজ্জামান।

ছা পোষেন যিনি-ব্যধিকরণ বহুব্রীহি-মুনির চৌধুরী প্রমুখ।

তেমনি-'দোনলা'=

দুই নল যার-সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি-অজিত গুহ ও ডঃ আনিসুজ্জামান।

দুই নল যার-সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি-প্রফেঃ মাহবুবুল আলম।

দুইটি নল যে বন্দুকের-প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি-মুনীর চৌধুরী প্রমুখ।

আবার-'ধামাধরা'=

ধামা ধরে যে-ব্যকিরণ বহুব্রীহি-মুনীর চৌধুরী প্রমুখ।

ধামা ধরে যে-উপপদ তৎপুরুষ-অজিত গুহ ও ডঃ আনিসুজ্জামান।

আবার

মুখচন্দ্র বা চন্দ্রমুখ-এই দুই শব্দেরই মুনীর চৌধুরী লিখেছেন-উপমিত কর্মধারায়। অথচ শ্রী অনিল চন্দ্র ঘোষ লিখেছেন-চন্দ্রমুখ=চন্দ্র রূপ ম ু খ = র ূ প ক কর্মধারায়।

তেমনি 'সেতার'=

সে (তিন) তারের সমাহার=দ্বিগু-অজিত গুহ ও ডঃ আনিসুজ্জামান।

তিনি (সে) তারের সমাহার=দ্বিগু-ডঃ কামরুল আহসান।

সে(তিন) তার যে যন্ত্রের=সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি-মুনীর চৌধুরী।

সে (তিন) তারের সমাহার=দ্বিগু-ডঃ শাহজাহান মনির।

অনুরূপ 'চৌরাস্তা'=

চৌ(চারি) রাস্তার মিলন-দ্বিগু-শ্রী অনিল চন্দ্র ঘোষ।

চৌ(চার) রাস্তার সমাহার-দ্বিগু-মুনীর চৌধুরী প্রমুখ।

চৌ(চার) রাস্তার সমাহার-দ্বিগু-ডঃ কামরুল আহসান।

চারি রাস্তার মিলন যেখানে-বহুব্রীহি-হরলাল লাল এবং শ্রী অনিল চন্দ্র ঘোষ।

চৌ রাস্তার সমাহার-দ্বিগু-ডঃ শাহজাহান মনির।

আবার 'গড়মিল'=

মিলের অভাব=অব্যয়ীভাব-ডঃ কামরুল আহসান।

মিলের অভাব-অব্যয়ীভাব-ডঃ শাহজাহান মনির।

মিলের অভাব-অব্যয়ীভাব-হরলাল রায়।

অথচ হরলাল রায়ই লিখেছেন ঃ

নেই মিল-নঞ তৎপুরুষ এবং

মিল নেই যাতে-বহুব্রীহি।

তেমনি 'নীলাম্বর'-

নীল যে অম্বর-কর্মধারয় – হরলাল রায়।

নীল যে অম্বর-কর্মধারায় – অজিত গুহ ও ডঃ আনিসুজ্জামান।

অথচ হরলাল রায়ই লিখেছেন ঃ

নীল অম্বর যার-বহুব্রীহি-হরলাল রায়।

এবং তুলনীয় নীল অম্বর যার (শ্রীকৃষ্ণ) বহুব্রীহি-ডঃ শাহজাহান মনির।

এমনি 'বৌভাত'=

বৌয়ের উপলক্ষে ভাত-মধ্যপদলোপী কর্মধারয় কর্মধারায় – ডঃ কামরুল আহসান।

বৌ বরণ উপলক্ষে ভাত খাওয়ার অনুষ্ঠান-বহুব্রীহি-ঐ।

বৌ পরিবেশন করা ভাত-মধ্যপদলোপী কর্মধারয় – ডঃ শাহজাহান মনির।

আবার 'মৌমাছি'=

মৌ আশ্রয়ী যে মাছি-মধ্যপদলোপী কর্মধারয়-মুনীর চৌধুরী।

মৌ আশ্রিত যে মাছি-মধ্যপদলোপী কর্মধারায়-ডঃ কামরুল আহসান।

অথচ ডঃ আহসানই লিখেছেন-

মৌ সংগ্রহ করে যে মাছি-বহুব্রীহি।

এবং অজিত গুহ ও ডঃ আনিসুজ্জামান মৌমাছিকে-মৌ আশ্রিত মাছি-মধ্যপদলোপী কর্মধারায় লিখেও ব্যুৎপত্তি লিখেছেন ঃ

মৌয়ের মাছি-ষষ্ঠী তৎপুরুষ।

দু'টি ব্যাসবাক্যের মারপ্যাঁচে-মৌমাছি দুই ধরনের সমাজ হলেও নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় 'টিক'চিহ্ন দেয়া কি দু'টিতে সম্ভব?

প্রত্যয়ের বেলাও অনুরূপ সমস্যা।

'সাঁতারু' শব্দটি প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অজিত গুহ ও ডঃ আনিসুজ্জামান ৩ ধরনের সমাধান দিয়েছেন।

যেমন ঃ সাঁতার+উ=তদ্ধিত/সাঁতার+উ=বাং তদ্ধিত এবং সাঁত+আরু=বাং কৃৎ। ডঃ কামরুল আহসান লিখেছেনঃ সাঁতর+উ=বাং তদ্ধিত। ঢাকা বোর্ডের প্রধান পরীক্ষকবৃন্দ-লিখেছেন-সাঁতার+উ=তদ্ধিত। সংসদ অভিধান লিখেছেন সাঁতার বিশেষ্য, তা থেকে জাত সাঁতরানো ক্রিয়া। এখন সাঁতারু কোন্ প্রত্যয় বা কোন্ প্রকৃতি? আবার জীবন্ত শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয় এক ধরনের লিখেও অজিত গুহ এবং ডঃ আনিসুজ্জামান লিখেছেন তদ্ধিত এবং কৃৎ। ঢাকা বোর্ড প্রধান পরীক্ষকবৃন্দ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন-জীব+অন্ত=কৃৎ। হরলাল রায় লিখেছেন-জীব+অন্ত=বাং কৃৎ। অন্য পক্ষে সংসদ অভিধান লিখেছেন জীব=ক্রিয়া (আশীর্বাদ বা কল্যাণ কামনায় যখন উক্ত) আবার জীব=বিশেষ্য-প্রাণী। তা হলে জীব-নাম পদ। এখন 'জীবন্ত' শব্দটি কোন্ জীব হতে সৃষ্ট? প্রাণীর জীব হতে নয় কি? 'টিক' চিহ্ন কোথায় দিবে ছাত্রছাত্রীরা?

গত কয়েক বছর ধরে এস,এস,সি পরীক্ষায় বাংলা-ইংরেজিসহ অধিকাংশ বিষয়ে ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তাতে কম্পিউটার শিটে ছাত্রছাত্রীদের সঠিক উত্তরটি বেছে একটি প্রশ্নের মাত্র উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট বৃত্তটি পূরণ করতে হয়। বাংলা দ্বিতীয় পত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা বিদ্যমান। গত কয়েক বছর যাবৎই লক্ষ্য করে আসছি যে, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নেপত্রে বেশকিছু ভুল ও সমস্যা থাকে যা ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে সমাধান করা দুরূহ। শিক্ষকবৃন্দের পক্ষেও সম্ভব হবে না।

গভঃ ল্যাব হাইস্কুলে রাজশাহীর নির্বাচনী পরীক্ষার বাংলা দ্বিতীয় পত্রের নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রশ্ন ছিল ঃ (টেস্ট পেপারঃ গ্লোব লাইব্রেরি দ্রঃ)

নিচের কোন্‌টি সঠিক

(ক) বিজ্ঞান+ই (খ) বিজ্ঞান+ষ্কিক (ঘ) বিজ্ঞান+নিক (ঘ) বিজ্ঞান+উক।

উত্তরে অংশ (খ) অর্থাৎ বিজ্ঞান+ষ্কিককে সমর্থন করা হয়েছে। অথচ সংসদ অভিধান, অজিত গুহ ও ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ কামরুল আহসান লিখেছেন: বিজ্ঞান+ইক=সঃ তদ্ধিত। অন্যত্র হরলাল রায় লিখেছেন ঃ বিজ্ঞান+ষ্কিক=সং তদ্ধিত।

আবার হরলাল রায়ের একই বইয়ে একই শব্দের দুই ধরনের প্রকৃতি প্রত্যয় দ্রষ্টব্য। যেমন ঃ দিশারী=দিশা+রী=বাংলা কৃৎ এবং দিশ+আরী=বাংলা তদ্ধিত এবং নীলিমা=নীল+ইমা=বাংলা তদ্ধিত ববং নীল+ইমন=সং তদ্ধিত।

কারক বিভক্তির ক্ষেত্রেও রয়েছে এমন ধরনের জটিলতা। গভঃ ল্যাব হাইস্কুল রাজশাহীর নির্বাচনী পরীক্ষার নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায়-'তিলে তৈল হয়' ব্যাকের 'তিলে' কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তির গ্লোব লাইব্রেরি টেস্ট পেপারে-

(ক) অধিকরণে ৭মী (খ) অপাদানে ৭মী

(গ) সম্প্রদানে ৭মী(ঘ) করণে ৭মী।

উত্তর দেয়া হয়েছে-অপাদানে ৭মী। উত্তর টি যথার্থ। কিন্তু করণে ৭মী হবে না কেন?

কেননা 'তিল' দ্বারাই তো তৈল তৈরি হয়। আবার 'ছাদে পানি পড়ে' ব্যাক্যের 'ছাদে' কোন্ কারণে কোন্ বিভক্তির বিচারে আব্দুল্লাহ আল মামুন (ইউনিক লাইঃ) লিখেছেন-অপাদানে ৫মী। কিন্তু প্রশ্ন হল যেহেতু ছাদ+এ=ছাদে। অতএব পানি কোন উৎস হতে ছাদে পড়ে। যেমন ঃ মেঘ হতে, অন্য কোন উঁচু বিল্ডিং-এর কার্নিশ হতে, কোন গাছের শাখা হতে। অতএব এখানে ছাদ স্থানাধিকরণ না হওয়ার কোন কারণ নেই। আর ছাদ চুয়াইয়া পানি নিচয় ঘরের মেঝেতে পড়বে।

বরিশাল জেলা স্কুলের নির্বাচনী-৯৯ প্রশ্নে আছে ঃ নীল আকাশের নিচে আমি রাস্তা চলেছি একা।

এখানে রাস্তা কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি।

(ক) কর্মে শূন্য (খ) সম্প্রদানে শূন্য

(গ) করণে শূন্য (ঘ) অপাদানে শূন্য।

উত্তর দেয়া আছে-(ক) অর্থাৎ কর্মে শূন্য। অথচ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল এ
৯৯ এর উত্তরটি হল (গ) ব

যদি-'কি চলেছি'-এর উ
দিয়া চলেছি'-এভাবে প্র
করণে।

'টিক' চিহ্ন কোথায় বসা

আবার ঃ আদর দিয়ে যে
মাথা কি?

(ক) প্রতিভা (খ) নষ্ট ক
(গ) বোকা (ঘ) প্রতিভা

উত্তর দেয়া আছে(ক) ভ
কিন্তু (ঘ) ভবিষ্যৎ-উত্তর

কুমিল্লা বোর্ড-৯৯ এর প্র
কোন্‌টি

(ক) বিচিত্রা (খ) বৈচিত্র
(গ) বৈচিত্র (ঘ) বৈচিত্রত

এখানে ডঃ কামরুল আহসা

কিন্তু সংসদ বাঙ্গালা অ
এবং বৈচিত্র দুইটিই।

আবার ঃ যা ক্রমশ বর্ধিত

(ক) বর্ধিষ্ণু (খ) ক্রম বর্ধ
(গ) ক্রমবর্ধিষ্ণু (ঘ) ক্রম

সংসদ অভিধান লিখেছে
দুটিই

অনুবাদের ক্ষেত্রেও কিছু
কুমিল্লা বোর্ড-৯৯ এর প্রশ্নে

Barking dog selc
অনুবাদ কোন্‌টি?

(ক) যত গর্জে তত বর্ষে
(খ) ঘেউ ঘেউ করা কুকু
(গ) কদাচিৎ কামড়ানো
(ঘ) যে সকল কুকুর ঘে
কামড়ায়।

ইহার উত্তর হয়েছে (ক)

এখানে proverb-হিসে
অনুবাদটি ভাবানুবাদ। আ
কদাচিৎ কামড়ায়'-আক্ষরিক
সুতরাং প্রশ্নে 'সঠিক' শব্দটির
আক্ষরিত অনুবাদ কথাটি থা

অনুরূপ ঃ রেসিডেন্টসিয়া
এর নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্নে

A bad workman c
tools-এর সঠিক অনুবাদ

(ক) একজন মন্দ লোক
করে

(খ) একজন খারাপ লোক

(গ) একজন লোক নিজে
চাপায়

(ঘ) নাচতে না জানলে উ

এটার উত্তর দেয়া হয়েছে
উঠান বাঁকা।

এর Proverb-হিসেবে
জানলে উঠোনের দোষ বা উ
অনুবাদ 'অযোগ্য কর্মকর্তা অ

বাংলা প্রথমপত্রেও রয়েছে
বোর্ড-৯৯ এর ৩২নং প্রশ্ন ঃ
অঞ্চলে বিখ্যাত-কার উক্তি?

(ক) গফুরের (খ) জমিদা

(গ) মানিক ঘোষের (ঘ)

আসলে এই চারটির এক
কেননা বাক্যটি গল্পকার শরৎ
বড়জোর উক্তিটি লেখকের ব
চিহ্ন' দেয়ার স্থান কোথায়?

অনুরূপ ঃ কবি কায়কে
লক্ষণীয়?

(ক) প্রকৃতি প্রেম ও ঐতিহ্য
(গ) নৈসর্গিক প্রেম ও স্বজন

নবম দশম শ্রেণীতে পাঠ্য
স্বদেশ প্রেম। কিন্তু সার্বিকভা
প্রীতি। প্রশ্নে 'বাংলা আমার'
এখানেও ছাত্রছাত্রীরা দ্বিধাগ্রস্ত

ঢাকা বোর্ড-৯৯ এর প্রশ্নে ঃ

(ক) পরে (খ) চাতুর্য

(গ) একদিন (ঘ) সম্ভাষণ।

এখানে শব্দটি বিকো
ছাত্রছাত্রীদের করণীয় কি হ
জিজ্ঞাস্য।

লেখক ভালুম আতাউর রহম
ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ
(কালামপুর থামরাই, ঢাকা-